সিঙ্গুরে সরষের মধ্যে ভূত ঃ দিলীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর : হুগলির সিঙ্গুরে সরষের মধ্যে ভূত দেখতে পাচ্ছেন। বুধবার হুগলির মালিয়াতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরকমই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন দিলীপবাবু বলেন, ২০১১-য় সিঙ্গুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এখানে রাজনীতি ছাড়া কিছু হয়নি। এখানে কারখানা হবে বলে হাজার বিঘে জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কারখানা তো হয়নি, মানুষও চাকরি পায়নি। এখন শুধু বেনো গাছ আর কুশ গাছে ভর্তি। মুখ্যমন্ত্রী এসে সরষে ছড়িয়েছিলেন। সরষে তো পাওয়া যায়নি এখন সরষের মধ্যে থেকে ভূত বেরোচ্ছে। যাঁরা জমি ফেরতের দাবি করেছিলেন তাঁরা এখন জমি পেয়েছেন। তাই তিনি আশা করেন, এখন তাঁরা চাষ করুন। আর যাঁরা ব্যবসার জন্য

দোকান ঘর পেয়েছিলেন সেই সব চাষীরা ব্যবসা বোঝেন না। তাই তাঁরা দোকানঘর বাধ্য হয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন নয় ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। কৃষির উপর যাঁরা নির্ভরশীল তাঁরা আজও অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। এটা এই সরকারের নেগেটিভ পলিটিক্সের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে দাবি করেন দিলীপবাবু। দিলীপবাবু রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, চাষীর ঘরে যখন ধান ছিল তখন ধান কেনা শুরু হল না। আর যখন চাষী অর্থাভাবে ধান দালালদের কাছে ধান বিক্রি করে দিল তখন সরকার ধান কেনা শুরু করল। প্রাকৃতিক কারণ ও ঋণের বোঝা দুর্বিষহ করে তুলেছে চাষীদের জীবন। তাই চাষীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সারদা ও নারদা কাণ্ডে মুকুল রায়ের ক্লিন চিট দেওয়া প্রসঙ্গে দিলীপবাবু কটাক্ষ করে বলেন মুকুল রায় ক্লিনচিট দেওয়ার কে। ক্লিনচিট দেবে সিবিআই। তিনি বলেন, মুকুল রায়ের মতো যাঁরা আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করতে পারছেন না তাঁদের অনেকেই তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। দিলীপবাবু বৃহস্পতি ও শুক্র দুদিন মালিয়ায় কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন করবেন। আজ শুক্রবার সিঙ্গুরে এক প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখবেন।

কোন্নগরে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর: প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হলেন এক ইমারতি ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার হুগলির কোন্নগর ইাারালাল পাল কলেজের সামনে তাঁকে গুলি করে খুন করা হয়। ওই ব্যবসায়ীর নাম শ্যামল দাস (৩৫)। বাড়ি হুগলির ডানকুনি থানার জগন্নাথপুরে। তিনজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে খুব কাছ থেকে পর পর তিনটি গুলি করে পালিয়ে যায়। ওই যুবক বাইকে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি নিজের বাইক থেকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা গুলির শব্দ শুনে এলাকা ফাঁকা করে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে ওই যুবককে তুলে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাঁর গলায় ডানদিকে ও বুকে দুটি গুলির দাগ আছে। অনুমান তাঁকে খুব কাছ থেকে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ ব্যবহার করে গুলি করা হয়েছে। ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও পাশবই উদ্ধার হয়েছে। পরে খবর পেয়ে তাঁর গৃড়তুতো ভাই হাসপাতালে গিয়ে দেহ সনাক্ত করেন। তাঁর দাবি, দাদা খুব পরোপকারী ছিলেন। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, তিনি ইমারতির ব্যবসার পাশাপাশি একটি সংস্থায় চাকরি করতেন। অনেকের কাছে টাকা পয়সাও পেতেন। এদিন কলকাতায় কালীপুজোর লাইট কিনতে যাওয়ার কথা ছিল। তাই প্রাথমিক অনুমান ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেও এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে বিকল ডায়ালিসিস যন্ত্র, সমস্যায় রোগীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আবার বিকল হয়ে পড়েছে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের ডায়ালিসিস মেশিন। উল্লেখ্য, মাস চারেক আগেও একবার এই মেশিন বিকল হয়ে পড়েছিল। সমস্যায় পড়েছিলেন রোগীরা। এবারও পরিষেবা না পেয়ে কিডনি সমস্যায় ভোগা রোগীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। উল্লেখ্য, এই ইউনিটে পাঁচটি ডায়ালিসিস যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সব কটি অচল হয়ে রয়েছে। অথচ এখানে দিনে প্রায় ১০-১৫জন রোগী ডায়ালিসিস করানোর জন্য আসেন। তাই এখানে যে সমস্ত রোগী আসেন তাঁদের এখন ডায়ালিসিস করানোর জন্য বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। গোঘাটের তন্ময় দে জানান, তাঁর মেসোমশাই কিডনি সমস্যায় ভুগছেন। প্রায় বছরখানেক ধরে তাঁর ডায়ালিসিস চলছে। এখন আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস করানো হয়। কিন্তু এখন এই হাসপাতালের যন্ত্রগুলি বিকল হয়ে পড়ায় পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এখন বিষ্ণুপুরে নিয়ে গিয়ে ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। সপ্তাহে ২বার করে তাঁকে ডায়ালিসিস করাতে হয়। না হলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

এদিকে বিষ্ণুপুরে যেতে হলে গাড়িভাড়া প্রায় ২ হাজার টাকা করে লাগে। তিনি জানান, কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। এপ্রসঙ্গে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের সুপার শিশির কুমার নস্কর বলেন, যন্ত্রগুলি সারানোর কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মারধর, বোমাবাজি, জখম দুই, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল : মঙ্গলবার হুগলির পুরশুড়ার পর বুধবার খানাকুলের ঘোষপুর চকের মোড়সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। ঘটনার জেরে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারধর, বোমাবাজি এমনকি গুলিও চলে বলে অভিযোগ। দুই তৃণমূলকর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁদের অবস্থা গুরুতর। প্রথমে তাঁদের খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় দুজনকেই আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অভিযোগ, এঁদের মাথায় বন্দুকের বাট, বাঁশ দিয়ে মারা হয়। তাতে দুজনেরই প্রচুর রক্তপাত হয়। খানাকুল পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্ত দুই তৃণমূল কর্মীর নাম সেখ মতিয়ার রহমান এবং বিমল মালিক। এঁদের মধ্যে মতিয়ার হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সাইনা সুলতানের দেওর। আর বিমল খানাকুল এলাকার অত্যন্ত সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। তিনি এই এলাকার তৃণমূল নেতা তথা ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইলিয়াস চৌধুরীর অনুগামী। আর এই ঘটনায় অভিযোগের তির গেছে এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা সেখ নইমুল হক ওরফে রাঙা, সেখ জাকির ও তাদের দলবলের দিকে। নইমুল হক খানাকুল ১নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ। জানা গেছে, এই ঘটনায় ইলিয়াস চৌধুরীরা নইমুল হক, সেখ জাকিরসহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে খানাকুল থানার পুলিশ রাতেই অভিযান চালিয়ে দুজনকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে একটি পাইপ গান ও এক

রাউন্ড গুলিও পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সেখ বসির ও সেখ লাল। তাদের বাড়ি ঘোষপুর এলাকাতে। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবারও এলাকায় পরিস্থিতি ছিল থমথমে। প্রায় সারাদিনই পুলিশ মোতায়েন ছিল এলাকায়। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য, দলের মধ্যে টিকে থাকা, ক্ষমতা দখল আর অবিরত তোলাবাজি নিয়েই খানাকুলের বিভিন্ন এলাকায় গণ্ডগোল চলছে। জানা গেছে, বুধবার দলীয় নির্দেশে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্যানারে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলার ডাক দিয়ে ইলিয়াস চৌধুরী, দীনেশ রানা, সাইনা সুলতানার নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয় খানাকুল বাজার এলাকায়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ না করার জন্য এলাকার কর্মীদের হুমকি দিচ্ছিল তৃণমূলেরই একাংশ। এমনটাই অভিযোগ ইলিয়াস চৌধুরীর। নইমুল হক, জাকিররা খানাকুল বিধায়ক ইকবাল আহমেদ ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ। অন্যদিকে ইলিয়াস চৌধুরীরা সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে এরপরেও খানাকুলের বিভিন্ন এলাকার ইয়িনাস ঘনিষ্ঠ কর্মীরা মিছিলে যোগ দেন। মিছিল শেষে রাত ৮টা নাগাদ তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় নইমুল হকের নির্দেশে জাকির ও তার দলবল হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে। হাতের কাছে তারা মতিয়ার ও বিমল পেয়ে যায়। বিমলকে ঘোষপুর কৌঘষার কাছে এবং মতিয়ারকে চকের মোড়ের কাছে পথ আটকে বন্দুকের বাট, বাঁশ, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপরেই আক্রমণকারীরা বোমাবাজি করতে করতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে খানাকুল থানার পুলিশ আক্রান্তদের উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় খানাকুল থানায় অভিযোগ করতে যান ইলিয়াস চৌধুরী, সাইনা সুলতানা, নজিবুল করিমরা। সেখানে ছিলেন খানাকুলের বিধায়ক ইকবাল আহমেদের পি.এ রমেন প্রামাণিক। তাঁর সামনে ইলিয়াসরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমনকি থানার মধ্যেই বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ কর্মীরাও হতভম্ব হয়ে যান। অবশ্যেষে ওসি সুব্রত দাস সকলকে শান্ত করেন। এপ্রসঙ্গে ইকবাল আহমেদ বলেন, আমি যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিচ্ছি। পুলিশকে বিষয়টি দেখতে বলেছি।

গোঘাটে পৃথক থানার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট : হুগলির আরামবাগ মহকুমার থানাগুলির মধ্যে গোঘাট থানা এলাকা অনেক বড়। একদিকে বর্ধমান, অন্যদিকে বাঁকুড়া, আর বালিদেওয়ানগঞ্জ থেকে বদনগঞ্জ পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘেরা। বিশেষ করে বদনগঞ্জ এলাকার পরেই রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে ফাঁকা এবং জঙ্গল এলাকা। এই দুই জেলার সীমান্তকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু দুষ্কৃতী তাঁদের দুষ্কর্ম করে জেলা পরিবর্তন করে নিচ্ছে। যা পুলিশ প্রশাসনের কাছে হয়ে উঠছে বেশ অসুবিধার কারণ। কয়েকদিন আগেই বদনগঞ্জ থেকে ধরা পড়ে দুই বাইক চোর। যার একজনের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানায় আর একজনের বাড়ি গোঘাট থানার বদনগঞ্জে। ওরা এক জেলায় চুরি করা মোটরবাইক অন্য জেলায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে বিক্রি করে দেয়। শুধু বাইক নয়, আরও অনেক রকম অপরাধ করে জেলা পরিবর্তন করে নিষ্কৃতি পেয়ে যাচ্ছে। যার ফল

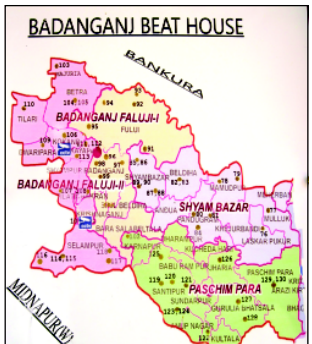

হিসাবে বদনগঞ্জ এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বদনগঞ্জ এলাকার মানুষ আর পুলিশের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁরা চাইছেন ওই এলাকায় পৃথক একটি থানা। তাহলে অপরাধ অনেকটা কমবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। বদনগঞ্জ বাসিন্দা হরেরাম রায় জানালেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার দাবি জানিয়েছি। এবার আমরা লিখিতভাবে বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে জানাব।

গোঘাটে ডায়েরিয়া, এলাকায় মেডিকেল টিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ কিছুদিন আগে আরামবাগের বেশ কিছু মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এবার ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা গেল হুগলির গোঘাটের রঘুবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতানগর গ্রামে। বেশ কিছু মানুষ পায়খানা, বমিতে ভুগছেন। ইতিমধ্যেই ১১জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০জন আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে একটি ৫ বছরের ও একটি দেড় বছরের শিশুও আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সীতানগরের দাসপাড়ার শুভা দাস, মনসা দাস, কার্তিক দাস, রামজীবন দাসসহ দাসপাড়ার আক্রান্ত মানুষজন একটি পুকুরের পাড়ে বসবাস করেন। সেই পুকুরের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার না করলেও বাসন মাজা, স্নান করা এবং কাপড় কাচার কাজে ব্যবহার করেন। সেখান থেকে হয়তো ডায়েরিয়ার উপসর্গ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ঘটনার খবর জানাজানি হতেই গোঘাট ১নং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর বুধবারই ওই গ্রামে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি দলকে পাঠায়।

বৃহস্পতিবার ওই গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্পও করা হয়। এবিষয়ে গোঘাট ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার ডাঃ শুভ ভট্টাচার্য জানালেন, সম্ভবত পুকুরের জল থেকেই সংক্রমণ ঘটেছে। আক্রান্তদের ওই পুকুরের জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে। মেডিকেল ক্যাম্পও করা হয়েছে।

মগরায় পুলিশের ফুটবল প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মগরা : অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও ক্রীড়া যুব কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় ও হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ এবং মগরা থানার সহযোগিতায় নতুন করে ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করতে 'চলো এসো ফুটবল খেলি' কর্মসূচী। এরই অঙ্গ হিসাবে মগরা বিডিও অফিসে এলাকার ক্লাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলিকে পাঁচটি করে ফুটবল তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জোড়া সোনাজলী সুসেন রায়, ডিএসপি বি এণ্ড টি প্রসূন ব্যানার্জী, মগরা থানার ওসি দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য, ব্লক সভাপতি ও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধানসহ বাঁশবেড়িয়া পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা।

তালা ভেঙে, গ্রিল কেটে স্কুলে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হুগলির হরিপাল থানার কৈকালা গ্রাম পঞ্চায়েতের বরজা রোসিদিয়া হাই মাদ্রাসার স্কুলের গেটের তালা ভেঙে, ভিতরে ঢুকে, জানালার লোহার গ্রিল ও রড কেটে কম্পিউটার রুমে ঢুকে সর্বস্ব লুট করে চলে গেল দুষ্কৃতীরা। এমনই জানিছেন ওই মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষক হাবিবুল্লা সরকার। তিনি আরও জানান, এই নিয়ে মোট ৫বার এমন ঘটনা ঘটল। প্রত্যেক ঘটনার পরেই হরিপাল থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়, পুলিশ আসে, তদন্তও চালায়। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, দিনদুপুরে চুরি হয়ে যাচ্ছে অথচ প্রশাসন কিছুই করছে না। মাঝে থানার পক্ষ থেকে কয়েকদিনের জন্য সিসিক ভলেনটিয়ার তুলে নেওয়া হয়। তারপর আবার চুরি। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

ভলেনটিয়ার রাখা হয়েছিল। পরে বলা হয় ওখানে নাকি ভূতের আনাগোনা আছে। তাই সিসিক ভলেনটিয়ার তুলে নেওয়া হয়। তারপর আবার

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী Ph : 03211-256950 Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography 2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
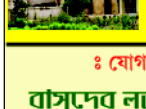
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
ঃ যোগাযোগ ঃ
বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

বালিখাদান মালিকদের সংঘর্ষ, আহত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বালিখাদানকে কেন্দ্র করে মালিকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হলেন তিনজন। তাঁদের তিনজনকেই আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের ২২ মাইল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদে একটি বালি খাদান আছে। ওই খাদানের মালিকানায় অংশ আছে ৬৭জনের। তাঁদেরই একজন সেখ নিজামুদ্দিন। নিজামুদ্দিনের ভাই সেখ সাবিরউদ্দিন ওই খাদানের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। সাবিরউদ্দিনের অভিযোগ, আর এক অংশীদার সেখ আজিজুল মাঝে মাঝেই চালান ছাড়া খাদান

থেকে বালি তুলে নিয়ে চলে যান। তিনি স্থানীয় কাউন্সিলরের স্বামী হওয়ায় নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। বুধবার বিকালেও চালান ছাড়া তিনি বালি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বাধা দেওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয় বলে সাবিরের অভিযোগ। এরপর বৃহস্পতিবার আবারও চালান ছাড়া আজিজুলের লোকজন বালি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাবির সেই গাড়ি আটকে দেন। অভিযোগ, তখন আজিজুলের দলবল সেখানে পৌঁছে সাবিরকে বেধড়ক মারধর করে। খবর পেয়ে সাবিরের বাবা সেখ আব্দুল সাত্তার ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁকেও মারধর করা হয় বলে সাবিরের অভিযোগ। এরপর অন্যান্য অংশীদার ও স্থানীয় মানুষদের উপস্থিতিতে বিষয়টি সাময়িকভাবে থেমে যায়। কিন্তু এরপরেই আক্রান্ত হন সেখ আজিজুল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেখ আজিজুল বালিখাদান থেকে বাইকে করে চাঁদুরের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন চাঁদুরের কাছে আরামবাগ-বর্ধমান রাস্তার উপর তাঁকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান। তিনি গুরুতর জখম অবস্থায় ছিলেন। আজিজুলের অনুগামীদের দাবি, তাঁকে মারধর করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আরামবাগ থানার পুলিশ। সাবির ও তাঁর বাবা এবং আজিজুল সকলকেই উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজিজুলের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে এই ঘটনায় আজিজুলের স্ত্রী ১৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফতেমা বেগম কোনওরকম মুখ খুলতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।